যুগান্তর

২৮/৭/১২
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ২

চায়নাতে ভুক্তভোগী বাঙালি শিক্ষার্থীদের অসহায়ত্ব

প্রবাসীর চিঠি

বর্তমানে চায়নাতে পাঁচ শতাধিক বাঙালি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এর মধ্যে বিএমডিসি অনুমোদিত ৪৯টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই শত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। ভর্তিবাণিজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অনিয়মে জিম্মি হয়ে পড়েছে বেইজিংয়ে অধ্যয়নরত ক্যাপিটাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অর্ধশত বাঙালি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। কিন্তু গত কয়েক মাসে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায় সিদ্ধান্তের বলির পাঠা হতে হয়েছে অনেক বাঙালি শিক্ষার্থীকে। অনেক অর্থ-খরচ করে, অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে অভিভাবকেরা রাজধানীতে অবস্থিত খ্যাতনামা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানদের ভর্তি করালেও পরবর্তীতে পড়াশোনার মান দেখে হতাশ হচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমি সিদ্ধান্তের জন্য অকালে ঝরে পড়ছে অনেক শিক্ষার্থী। সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় শিক্ষার্থীবেশধারী দালাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে অলিখিত চুক্তিতে ভর্তিবাণিজ্যে মেতে ওঠে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানাভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে বেইজিংয়ের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নেয়া হয় মোটা অংকের অতিরিক্ত অর্থ। যার লিখিত কোন প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করা হয় না। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দালাল নামক তথাকথিত শিক্ষার্থীরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলছে। ঠিক তেমনিভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ওই দালাল চক্রের কাছ থেকে ভর্তিবাণিজ্যের মুনাফা লাভের আশায় যে কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছাকে নিজেদের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দেয়। এসব কারণে বিগত মাসগুলোতে কিছু অদৃশ্য কারণে কয়েকজন বাঙালি শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনৈতিক সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছাড়াই এসব শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা মাঝপথে এসে থমকে দাঁড়ায়। ওই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'এই ইউনিভার্সিটি থেকে অন্যায়ভাবে কিছু বাঙালি শিক্ষার্থীকে বের করে দেয়া হয়েছে। দালাল চক্রের কাছ থেকে মুনাফা লাভের আশায় কর্তৃপক্ষ যা ইচ্ছে তাই করছে। এমনকি বের করে দেয়ার সময় তাদের বিগত বছরগুলোর কোন মার্কশিট অথবা চারিত্রিক সনদ পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে না।' দালাল চক্র ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য তাদের এই পরিণতির শিকার হতে হচ্ছে বলে তিনি জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও একজন শিক্ষার্থী বলেন, 'অদৃশ্য কারণে এভাবে এসব বহিষ্কারের ঘটনা ঘটায় আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। কোন রকমে এখানে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে যেতে পারলেই হল।' শিক্ষার্থীরা ভর্তিবাণিজ্যের বিস্তার রোধে এবং দেশের বাইরের এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এই বিষয়ে দালাল চক্রের কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তারা এ বিষয় অস্বীকার করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

আইমান ওয়াহেদ, বেইজিং, চায়না
dr.aymancmu@yahoo.com